Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 648 – 654
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সামাজিক মাধ্যমে বাক ও মতামত প্রকাশের অধিকার প্রসঙ্গে তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারা : ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্লেষণ

নন্দিনী চক্রবর্তী
সহকারি অধ্যাপিকা, সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ
মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপিঠ, বিরাট, কলকাতা
Email ID : chakrabortynandini009@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Information and Technology Act, Social-media, section 66 A, Freedom of speech and expression, Objectionable matter.

Abstract
New media or social media is a popular part of freedom of speech today. The controversial Article 66A; has repeatedly stifled that freedom. A law that lasted for almost 3 years, ended on May 25, 2015. The Supreme Court of India rejected Section 66A of the Information Technology Act, 2000.

According to Section 66 of the Information Technology Act, the police could arrest any person for the crime of publishing any objectionable statement or picture on a website, email, Facebook or Twitter through a computer. It is a punishable offense if any person gives any information by computer or any other means, which is highly offensive or obscene, or highly objectionable, or inconvenient or dangerous or insulting. That is, if a person sends or posts any information of an offensive or harmful character through a computer or sends any false information with the intention of causing annoyance, inconvenience or to obstruct or insult someone, then that person can be imprisoned for up to 3 years and fined.

In 2015, the country's top court ruled that this clause strikes at the very core of freedom of speech and expression (Article 19(1) (a) of the Indian Constitution). Supreme Court opines that, Article 66A directly deals with the right of the people to know. Freedom of speech and expression, is an important fundamental right. Right to information and freedom to acquire knowledge of citizen, is directly hindered by Article 66A.

Discussion

সোশ্যাল মিডিয়া বা সামাজিক মাধ্যম আজ বাক স্বাধীনতার জনপ্রিয় এক অংশ। ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যাবস্থার মাধ্যমে ফেস বুক, টুইটার, হোয়াটস অ্যাপ, ইউটিউব সহ অন্যান্য জনপ্রিয় মাধ্যম সামাজিক মাধ্যম বা সোশ্যাল মিডিয়া বলে পরিচিত। প্রতিটি মাধ্যমই জাতিয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত। সামাজিক মাধ্যম মূলত নব্য গণ মাধ্যম বা নিউ মিডিয়া।সংবাদ পত্র, টেলিভিশন, রেডিওর মত সাবেকি গনমাধ্যম গণতন্ত্রের অতন্দ্র প্রহরি। ঠিক এভাবেই সামাজিক মাধ্যম গুলিও স্বাধীন মত প্রকাশ করে তার নির্ভীকতা প্রমাণ করেছে। গড়ে তুলেছে বহু সামাজিক আন্দোলন। সাবেকি ও নব্য গনমাধ্যম একই সাথে বাক ও মতামত প্রকাশের মত মানবিক অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল। গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ গনমাধ্যম কালের সীমানা পেরিয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে মানুষের মতামত প্রকাশের আধিকারকে সুদৃঢ় করেছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১) (ক) নং ধারায়ে প্রতিটি ভারতবাসী স্বাধীন ভাবে নিজস্ব বাক ও মতামত প্রকাশের আধিকারি। এর সাথে যুক্ত রয়েছে তথ্য ও মতামত স্বাধীন ভাবে আদান প্রদানের বিষয়টিও।[১] গনমাধ্যমগুলি জনগনের জন্য, জনগনের উদ্দ্যেশে এবং জনগনের প্রতিনিধিত্বে গড়ে ওঠে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায়ে সাংবাদসহ আন্যান্য বহু তথ্য পরিবেশিত ও প্রচারিত হয় জনগনের দরবারে। নাগরিক সাংবাদিকতার এক নয়া দিশা নির্দেশ করে এধরনের বহুল প্রচলিত সামাজিক মাধ্যমগুলি।

তবে, তথ্য প্রযুক্তি আইনের (২০০০ সাল) বিতর্কিত ৬৬এ ধারা বারবার কণ্ঠরোধ করেছে সেই বাক স্বাধীনতার। ২০১২ সাল থেকে প্রায় ৩ বছর ধরে চলা এক আইনের লড়াই শেষ হয় ২৫ মে ২০১৫। অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬ এ ধারা খারিজ করে দেয় দেশের শীর্ষ আদালত।

তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারার বিশ্লেষণ : কোনও ব্যক্তি যিনি তথ্য পোস্ট করেন বা অন্যকে দিয়ে থাকেন, একটি কম্পিউটার সংস্থান বা একটি যোগাযোগ ডিভাইসের মাধ্যমে- ক) যে কোনো তথ্য যার মারাত্মকভাবে আপত্তিকর বা ভয়ঙ্কর চরিত্র আছে; বা খ) যেকোন তথ্য যা তিনি মিথ্যা বলে জানেন, কিন্তু বিরক্তি, অসুবিধা, বিপদ, বাধা, অপমান, আঘাত, অপরাধমূলক ভীতি, শত্রুতা, ঘৃণা, বা অসৎ ইচ্ছা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই ধরনের কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করে ক্রমাগত করে থাকেন, বা একটি যোগাযোগ যন্ত্র প্রয়োগ করেন; গ) কোনো ইলেকট্রনিক মেইল বা ইলেকট্রনিক মেইল এর বার্তা বিরক্তিকর বা অসুবিধার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে; ঠিকানা প্রদানকারী বা প্রাপককে এই ধরনের বার্তার উৎস সম্পর্কে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচারিত হয়; একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে যা দুই তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে এবং এর সাথে জরিমানা। এই ধারা অনুসারে কম্পিউটরের মাধ্যমে (ওয়েবসাইট, ইমেল, ফেসবুক বা টুইটার এ) কোন আপত্তিকর বিবৃতি, ছবি দেওয়ার জন্য পুলিশ এতদিন যে কোনও ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করতে পারত। যদি কোন ব্যক্তি কম্পিউটার বা অন্য কোন মাধ্যমে এমন কোন তথ্য দেয়, যা অত্যন্ত আক্রমনাত্মক বা কদর্য, বা খুবই আপত্তিজনক, বা অসুবিধাজনক বা বিপজ্জনক বা অপমানজনক; তবে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অর্থাৎ কম্পিউটারের মাধ্যমে কন ব্যাক্তি যদি আপত্তিকর বা ক্ষতিকর চরিত্রের কোন তথ্য অন্যকে পাঠায়ে বা পোস্ট করে; অথবা বিরক্তি, অসুবিধা, বিপত্তি তৈরি করার জন্য বা কাউকে বাধা দেওয়া বা অপমান করার উদ্দেশ্যে জ্ঞানত কোন মিথ্যা তথ্য পাঠায়ে, তবে সেই ব্যাক্তির ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে। নতুন সঞ্চার ও ডিজিটাল প্রযুক্তি সারা পৃথিবীর চেহারাটাই পাল্টে দিয়েছে। সাংবাদিকতা, বাণিজ্য, পড়াশোনা, বার্তালাপ এর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আজ ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনায়াসেই সম্ভব হচ্ছে। ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাকে ব্যাপক করার উদ্দেশে আইনগত দিক থেকে কিছু ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে। এই কারণে ২০০০ সালের ৯ ই জুন 'The information Technology Act 2000' বা তথ্য প্রযুক্তি আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।[২] ২০০০ সালের তথ্য প্রযুক্তি আইনের সংশোধনী হিসেবে ৬৬ এ ধারাটি যুক্ত হয় ২০০৮ সালে। কার্যকর হয় ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে। কিন্তু এই আপত্তিজনক, অসুবিধাজনক, বিপজ্জনক, অপমানজনক শব্দ গুলির কোন ব্যাখ্যা বা স্পষ্ট ধারনা দেওয়া ছিল না। ফলে আনেক সময়েই সরকার বা রাজনৈতিক দলের ব্যাক্তিরা তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এই আইনকে ব্যবহার করেছে।[৩]

৬৬ এ ধারার বিপক্ষে মূল মামলা : ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরের মৃত্যুর জেরে মুম্বাই এ যে অচলাবস্থা তৈরি হয় ফেসবুক এ তার সমালোচনা করেন সাহিন ধারা। এই পোস্টটি লাইক করেন রেনু শ্রিনিবাসান। ৬৬এ ধারায় দুজনকেই গ্রেফতার করে মহারাষ্ট্র পুলিশ। তার পরেই এই ধারার বৈধতা নিয়ে সরাসরি দেশের শীর্ষ আদালতে চ্যালেঞ্জ জানায়ে আইনের ছাত্রী শ্রেয়া সিঙ্ঘাল। পরে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন, তসলিমা নাসরিনের মতো লেখিকা এই ধারার বিপক্ষে আবেদন জানান। আবেদনকারী দের মূল বক্তব্য ছিল – ৬৬এ ধারা সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার কে খর্ব করছে, কারণ তা বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার বিরোধী।[৪]

৬৬ এ ধারা সম্পর্কিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলা : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে তৈরি কার্টুন ইমেলে পাঠানোর দায়ে গ্রেফতার হন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আম্বিকেশ মহাপাত্র। ২০১৩ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের আই এস অফিসার দুর্গাশক্তি নাগপাল কে সাসপেন্ড করার প্রতিবাদে ফেসবুক পোস্ট করেছিলেন লেখক কনয়াল ভারতি। আজম খানেরও সমালোচনা করেন সেখানে। এরপরেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। সংসদ ও সংবিধানের সমালোচনা করে কার্টুন আঁকার জন্য, দেশদ্রোহের অভিযোগে ২০১২ সালে গ্রেফতার করা হয় কার্টুনিস্ট অসীম ত্রিবেদিকে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশে হলকাস্ট শুরু হবে বলে ২০১৪ সালে একটি পোস্ট লেখেন দেবু ছরনকর নামে এক জাহাজ কর্মচারি। এই দায়ে তার বিরুদ্ধে চার্জ আনা হয়। পরে পোস্টটি ডিলিট করে দিলেও নিজের বক্তব্য থেকে সরেননি তিনি। নিজেদের ফেস বুকে রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করায়ে পুলিশ গ্রেফতার করে এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মী ময়ঙ্ক শর্মা ও কে ভি রাওকে। কিশরি শর্মা, বংশিলাল ও মতিলাল নামে কাশ্মীরের তিন কিশোরকে ফেসবুকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তাদের ৪০ দিনের জেল হয়। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরমের পুত্র কার্তিককে দুর্নীতি গ্রস্থ বলায়ে ধৃত ব্যবসায়ী শ্রীনিবাসন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আপত্তিজনক ছবি পোস্ট করা ও তাতে কমেন্ট করায়ে গ্রেফতার হন রাজেশ কুমার নামে এক রাজনৈতিক সমর্থক। আজম খানের বিরুদ্ধে ফেস বুকে পোস্ট করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হয় এক কিশোরকে। পরে তার বাবা ও মা ক্ষমা চাইলে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে।

সুপ্রিম কোর্টের রায় : ২০১৫ সালের ২৪ মার্চ বিচারপতি জে চেলামেশ্বার ও বিচারপতি এফ নরিমান এর বেঞ্চ পরিষ্কার জানিয়ে দেয় যে, ৬৬এ ধারাটি সম্পূর্ণ অসাংবিধানিক। অতএব তা বাতিল করা হল। দোষী বা আইন রক্ষক উভয়ের কাছেই ঠিক কোন বিষয় গুলি অপরাধ তা এই সংজ্ঞা থেকে স্থির করা দুসাধ্য।এই প্রসঙ্গে ব্রিটেন এর একটি মামলার উদাহরন দিয়েছেন বিচারপতিরা- যেখানে একই বিষয় আপত্তিজনক না চূড়ান্ত আপত্তিজনক তা নিয়ে দুটি আদালতের দুটি আলাদা রায় ছিল। আবার একজনের কাছে যা আপত্তিজনক, অন্য জনের কাছে তা আপত্তিজনক নাই হতে পারে। এই ধারা বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার (১৯ এর ১ এর ক ধারা) একেবারে মূলে আঘাত করে। ৬৬ এ সরাসরি মানুষের জানার অধিকারকেও খর্ব করে বলে মত সুপ্রীমকোর্টের। ভাবনা চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার। জনসাধারণের জ্ঞান অর্জনের স্বাধীনতায় সরাসরি বাধা দেয় ৬৬এ নম্বর ধারা। আইন রক্ষা সংস্থার পক্ষে কিভাবে স্থির করা সম্ভব যে কোন বিষয়টি আপত্তিজনক বা কোনটি নয়। আদালতের মতে সরকার আসবে যাবে কিন্তু এই ধারা থেকেই যাবে। বর্তমান সরকার তো আর পরবর্তী সরকারের হয়ে এই ধারার অপব্যবহার না করার আশ্বাস দিতে পারে না।[৫]

বিধি নিষেধ : যদি কোন ওয়েবসাইট এর উপাদান কোন সাম্প্রদায়িক আশান্তি ছড়ায়ে, সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করে অথবা ভারতের সঙ্গে অন্য কোন দেশের পারস্পরিক সম্পরকে প্রভাব ফেলে; একমাত্র তা হলেই সেই ওয়েবসাইট ব্লক করতে পারবে সরকার। তবে উস্কানি ও বিদ্বেষ মূলক মন্তব্যের ক্ষেত্রে যিনি মন্তব্য পোস্ট করছেন, তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ থাকছে। তথ্য প্রযুক্তি আইনের অন্য ধারা গুলিই সেখানে যথেষ্ট বলে মনে করছে আদালত।

উপসংহার : ৬৬এ ধারার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেছিল পিপলস ইউনিয়ন অফ সিভিল লিব্যাটিজ। তাদের আইনজীবী করুনা নন্দী ফেস বুকে লেখেন যে, তিন বছর পর সাফল্য এল। ভারতের সংবিধান এখনও আমাদের সম্মান রক্ষা করে চলে। বিচারপতি সন্তোষ হেগরে আভিনন্দন জানিয়েছেন রায় দানকারী বিচারপতি নরিমানকে। ২০০৯ সালে দিল্লি হাই কোর্টে ৩৭৭ ধারাকে বেআইনি ঘোষণা করা বিচারপতি হেগরে টুইট করে বলেন, নরিমানকে বলেছিলাম বিচারক হলে ভারতের বাক স্বাধীনতা যেন নিশ্চিত করেন। তিনি কথা রেখেছেন।

প্রাক্তন তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন যারা ক্ষমতায়ে আছে তাদের উদার হওয়া উচিৎ। ভারত একটি মুক্ত দেশ। তাই কখনই ভাব বিনিময় বা মতামত প্রকাশের স্বাধিনতার কণ্ঠরোধ করাকে সমর্থন করা যাবেনা। এই আইনি লড়াইয়ের সেনাপতি শ্রেয়া সিঙ্ঘল বলেন প্রত্যেক সরকারের নিজস্ব রাজনৈতিক নিয়ম সূচী থাকে। কিন্তু আইন হওয়া উচিৎ মানুষের জন্য। জেলে যাওয়ার ভয়ে কেউ নিজের মত প্রকাশ করতে ভয় পাবেন, এটা হওয়া উচিৎ না।

শ্রেয়া সিঙ্ঘল ভারসাস ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া র লড়াইয়ে ২৪ বছরের শ্রেয়া কে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা দেশ। শ্রেয়ার মতে আজকের দিনে জীবনের এক গুরুত্ব পূর্ণ অংশ ইন্টারনেট। সেটি নবীন প্রবীণ সব প্রজন্মের মানুষই ব্যবহার করতে পারেন। ৬৬এ আইনে যারা গ্রেফতার হয়েছিলেন তারাও সকলে তরুন নন। এখন গ্রাম শহর নির্বিশেষে সব জায়গাতেই মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করে। তাই সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে মত প্রকাশের এমন স্বাধীনতা দরকার ছিল।

তবে ফেসবুকের যুগে বেড়েছে নারীদের বিরুদ্ধে আপরাধের সংখ্যা। বাড়ছে ফেসবুকে পরিচিতদের মাধ্যমে তরুনীদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাও। ৬৬এ বাতিল করার ফলে এই ধরনের ঘটনায়ে কি সত্যি রাশ টানা যাবে! চিন্তিত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারী বহু মানুষ।

ফেসবুকে বা ওয়েবসাইটএ অশালীন মন্তব্য করলে বা ছবি দিলে বা কু-মন্তব্য করলে এখনও শাস্তি হবে। রাষ্ট্রদ্রোহ মূলক মন্তব্য করলে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, হিংসা বা জঙ্গি কার্যকলাপের জন্য সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করলে কিম্বা অন্য দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক নষ্ট করার চেষ্টা করলে ফৌজদারি আইন ও তথ্য প্রযুক্তি আইনের অন্যান্য ধারায়ে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারবে। ভারতীয় দণ্ডবিধির আওতাতেই তার বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৯এ ধারাও অপরিবর্তিত থাকছে। এই ধারায়ে প্রয়োজন বোধে ইন্টারনেট এর মাধ্যমে প্রচারিত কোনো তথ্য ব্লক করে দেওয়া যায়।[৬]

রবি শঙ্কর প্রসাদ বলেন যে নিরাপত্তা সংস্থা গুলি যদি মনে করে তা হলে সাংবিধান কে অখুন্ন রেখে এবং নাগরিক রক্ষা কবচ অটুট রেখে নতুন আইনি কাঠামর কথা ভাবা যেতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়ায়ে মত প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বনিয়ন্ত্রণও কিন্তু জরুরি। ছিদাম্বরম বলেন আইনের কোন কোন দিক আরও শক্তিশালী করার দরকার, তবে ৬৬এ তার কোনও সমাধান না। তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে উঠে এল ১৯৯৩ সালে এবিপি সংস্থার বিরুদ্ধে দায়ের করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক্তি মামলার প্রসঙ্গ। ওই মামলার রায় সুপ্রীম কোর্ট অশালীনতা ও নৈতিকতার কিছু মাপকাঠি নির্ধারণ করেছিল। কেন্দ্রের আর্জি ছিল সেই মাপকাঠির নিরিখেই ৬৬এ ধারার সাংবিধানিক বৈধতা খতিয়ে দেখা উচিৎ। ৬৬এ ধারা বাতিলের দিন সেই ধারা বাতিল করে দেয় সুপ্রীম কোর্ট।

জার্মান টেনিস তারকা বরিস বেকার ও তার কৃষ্ণাঙ্গ আভিনেত্রি বান্ধবী বারবারা ফেলতুসের নগ্ন ছবি ছাপার অপরাধে এবিপি সংস্থার প্রধান সম্পাদক আভীক সরকার ও মুদ্রক প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। একটি জার্মান পত্রিকায়ে প্রকাশিত ওই ছবিটি পুনপ্রকাশিত হয়েছিল স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড পত্রিকায়ে। ২০১৪ সালের শুরুর দিকে এই মামলা খারিজ করে দিয়ে সুপ্রীম কোর্ট বলে, এই ছবি অশালীন তো নয়ই, বরং জাতি ও বর্ণ বিদ্বেষ দূর করার লক্ষ্যে একটি বার্তা।

কেন্দ্রের বক্তব্য ছিল নৈতিকতা ও শালীনতার প্রশ্নে সুপ্রীম কোর্টের বেঁধে দেওয়া এই দুটি শর্ত রক্ষা করতেই তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারা প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা সেটা বিচার্য হওয়া উচিৎ। সংবিধানের ১৯ এর ২ ধারা এ

বলা আছে কোন কোন ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে মত প্রকাশের স্বাধীনতার উপরে যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ন্ত্রণ বলবত করা যাবে। সেই তালিকায়ে শালিনতা এবং নৈতিকতা প্রসঙ্গও রয়েছে। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট তার যুগান্তকারী রায়ে বলেছে যে ৬৬এ ধারা মোতাবেক যা অশালীন বা অসন্তোষজনক তা আদতে হয়ত অশালীনই নয়। বস্তুত ৬৬এ ধারায়ে 'অশালীন' শব্দটাই নেই।

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিরোনাম :
(প্রতিটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়)

সংবাদপত্রের নাম	**প্রকাশের তারিখ**	**শিরোনাম**
দ্য হিন্দু	২৬ মার্চ, ২০১৫	এই রায় ৬৬এ ধারাকে নিরব করেছে
দ্য হিন্দুস্তান টাইম্‌স	৬ ডিসেম্বর, ২০১৪	ব্যাখা করা হয়েছে - ৬৬এ ধারা
দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস	৬ ডিসেম্বর, ২০১৪	পিটিশনের একটি ব্যাচ অভিযোগ করেছে - এই ধারাটি বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধিনতাকে পদদলিত করেছে এবং যা আসাংবিধানিক বলে ঘোষিত
দ্য টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া	২৪ মার্চ, ২০১৫	সুপ্রীম কোর্ট ৬৬এ ধারা বাতিল করল - যা অনলাইনে আপত্তিকর বিষয়বস্তু প্রকাশে গ্রেপ্তারি যোগ্য ছিল
এই সময়	২৫ মার্চ, ২০১৫	ফেসবুকের দেওয়ালে নেই কণ্ঠরোধের ধারা
এই সময়	২৫ মার্চ, ২০১৫	কোন ধারায় মামলা, প্রশ্ন পুলিশেই
দ্য টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া	১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯	সুপ্রীম কোর্ট রাজ্যের পুলিশকে বাতিল হওয়া ৬৬এ ধারা সম্পর্কে সংবেদনশীল হতে নির্দেশ দেয়
ইন্ডিয়া টুডে	৮ জানুয়ারী, ২০১৯	৬৬এ ধারা 'অস্পষ্ট', একজনের কাছে যা আপত্তিকর, অন্যের কাছে তা আপত্তিকর নাও হতে পারে - সুপ্রীম কোর্ট
দ্য টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া	৯ জুলাই, ২০২১	জম্বি আইন - ৬৬এ ধারা আর মানুষকে যন্ত্রণা দেবে না
ইন্ডিয়া টুডে	৫ জুলাই, ২০২১	স্তম্ভিত সুপ্রীম কোর্ট - বাতিল ৬৬এ ধারা প্রয়োগ এফআইআর এ
আনন্দবাজার পত্রিকা	৫ জুলাই, ২০২১	বাতিল তথ্য প্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারায়ে কিভাবে এফআইআর

সংবাদ প্রতিদিন	৫ জুলাই, ২০২১	বাতিল করা আইনেই দায়ের হচ্ছে অভিযোগ - স্তম্ভিত সুপ্রীম কোর্ট
আনন্দবাজার পত্রিকা	১৩ অক্টোবর, ২০২২	৬৬এ ধারায় পদক্ষেপ নয়, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
হিন্দুস্তান টাইম্স	৭ সেপ্টেম্বর, ২০২২	বাতিল করা আইনেই গ্রেফতার করছে পুলিশ, উদ্বেগ সুপ্রিম কোর্টের

২০১৯ সালে একটি মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট এর বিচারপতি রহিতটন এবং বিনিথ সরনের বেঞ্চ জানায়ে, ২০১৫ সালে অস্পষ্ট ও আসাংবিধানিক হওয়ার কারনে বাতিল হয়ে যাওয়া ৬৬এ ধারা প্রয়োগ করে, ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এর সাথেই বলা হয় যে, যেসকল অফিসার এ ধরণের নির্দেশ দেন, তাদেরও গ্রেপ্তার করা হবে।[৭]

সাইবার আইন বিশেষজ্ঞ বিভাস চট্টোপাধ্যায়ও বলেন, যে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারার প্রায় সমতুল হিসাবে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ থেকে ৫০৯ ধারা প্রয়োগ করা যেতে পারে। কোনও মন্তব্য বা কাজ মানহানিকর অথবা উদ্বেগ, ভয় উৎপাদন বা শন্তিভঙ্গ করছে অথবা কেউ হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০ থেকে ৫০৯ ধারায় পুলিশ মামলা করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনও মহিলাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল মন্তব্য বা কটূক্তি করলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৯ ধারা প্রয়োগ করা হয়।

২০২১ সালের জুলাইয়ে, পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ (PUCL) এর আবেদনের শুনানির সময়, আদালত জানায়, যে, এটি 'অবিশ্বাস্য' এবং 'দুঃখজনক' যে বাতিল হওয়া এই ধারাতেই মামলার সংখ্যা আগের তুলনায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

'ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশন এবং সিভিক ডেটা ল্যাবস' দ্বারা পরিচালিত একটি গবেষণার সমীক্ষা অনুযায়ী, বাতিল করা আইনের অধীনেই গত ছয় বছরে ১,৩০৭ টি নতুন মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। মহারাষ্ট্রে এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি, মোট ৩৮১টি। এরপরেই রয়েছে ঝাড়খণ্ড (২৯১) এবং উত্তর প্রদেশ (২৪৫)।[৮]

২০২২ সালের ১৩ অক্টোবর, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বাতিল হওয়া ৬৬এ ধারায় কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না। তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে ভেনুগোপাল সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিলেন, যে আইনের বইয়ে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারা এখনও রয়ে গিয়েছে। তবে সেটির খারিজ হয়ে যাওয়ার কথাও তারকাচিহ্নিত করে পাদটীকায় লেখা রয়েছে। কিন্তু ওই পাদটীকা কেউ পড়ে না। এর প্রেক্ষিতে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।[৯]

সুপ্রীম কোর্ট এর মতে, ৬৬এ ধারা বর্তমানে একটি 'জম্বি আইন' বা মৃত আইন, যা আর মানুষকে যন্ত্রণা দেবে না।[১০] অর্থাৎ, তথ্যপ্রযুক্তি আইনের বাতিল হওয়া ৬৬এ ধারায় কোনও নাগরিকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা যাবে না। যে সমস্ত মামলায় ৬৬এ ধারায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে, সেই অভিযোগ এবং মামলার ওই অংশ বাতিল হয়ে যাবে। পুলিশ যাতে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৬৬এ ধারা আর প্রয়োগ না করে, সব রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব, পুলিশের ডিজি এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে তা নিশ্চিত করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি আইন সংক্রান্ত কোনও সরকারি, আধা-সরকারি বা বেসরকারি প্রকাশনায় ৬৬এ ধারার উল্লেখ থাকলে সেখানে পাঠকদের যথেষ্ট অবহিত করতে হবে যে, ওই ধারাটি বাতিল হয়ে গিয়েছে।

Reference :

১. Sundari. T. *Press Freedom In India: Legal And Ehical Dimnsions*, Regal Publications, New Delhi, 2013, pp. 6-7

২. Banerjee.D, Wallia. S., *Justice and Journalist*, S.B. Enterprise, Kolkata, 2018, pp. 114-115

৩. Banerjee.D, Wallia. S., *Justice and Journalist*, S.B. Enterprise, Kolkata, 2018, p. 128

৪. Sharma.N. Soni. S., *Fundamentals of media laws*, sreeram law house, Chandigarh, 2021, p. 330

৫. Supreme Court Cases, https://indianexpress.com/article/india/use-section-66a-it-act-struck-down-serious-concern-supreme-court-8134967/, accessed on 26th August,2023

৬. Sharma.N, Soni. S., *Fundamentals of media laws*, sreeram law house, Chandigarh, 2021, pp 68-70

৭. Supreme Court Order: No.14072021, 24th March 2015, accessed on 26th August, 2023, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/Hon%27bleSupremeCourt_order_14072021.PDF, accessed on 10th August, 2023

৮. https://forum.internetfreedom.in/t/section-66a-on-the-zombie-trail/1615, accessed on 10th August, 2023

৯. https://www.deccanherald.com/india/no-one-should-be-prosecuted-under-section-66a-of-it-act-says-supreme-court-1153000.html, accessed on 27th August, 2023

১০. ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ জুলাই, ২০২১, প্রথম পাতা

Bibliography :

Bill Howard, *Analyzing online social networks,* Communications of the ACM, Vol-51, No-11, Nov, 2008

Deflem, M, & Silva, D. (Eds.). *Media and law: between free speech and censorship*, Emerald Publishing Limited, 2021

Lambert, P. *International handbook of social media laws*, Bloomsbury Publishing Plc, 2014

Hare, I., & Weinstein, J. (Eds.), *Extreme speech and democracy*. Oxford University Press, Incorporated, 2009

আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ জুলাই ২০২১, প্রথম পাতা।

হিন্দুস্তান টাইম্‌স, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২২, প্রথম পাতা।

সংবাদ প্রতিদিন, ৫ জুলাই ২০২১, প্রথম পাতা।

এই সময়, ২৫ মার্চ ২০১৫, প্রথম পাতা।

দ্য টাইম্‌স অফ ইন্ডিয়া, ১৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৯, প্রথম পাতা।

দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ৬ ডিসেম্বর ২০১৪, প্রথম পাতা।

দ্য হিন্দু, ২৬ মার্চ, ২০১৫, প্রথম পাতা।

ইন্ডিয়া টুডে, ৫ জুলাই ২০২১, প্রথম পাতা।